সুপার টুয়েলভে যাদের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ, দেখুন সময়সূচি

স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে হারের পর বাংলাদেশ দলের সুপার টুয়েলভে উঠার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন অনেকে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াল টাইগাররা।

মঙ্গলবার ওমানের বিপক্ষে ২৬ রানে জয় ও বৃহস্পতিবার পাপুয়া নিউগিনিকে ৮৪ রানে উড়িয়ে দিয়ে গ্রুপ বি থেকে সবার আগেই সুপার টুয়েলভ নিশ্চিত করল মাহমুদউল্লাহ বাহিনী।

তবে বাংলাদেশ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন নাকি রানার্সআপ হয়ে মূল পর্বের টিকিট কাটল পিএনজিকে হারানোর পর বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

তখনও অপেক্ষা ছিল আল আমেরাতে একই দিনে (বৃহস্পতিবার) রাত ৮টায় ওমান বনাম স্কটল্যান্ড ম্যাচের ফলাফলের ওপর। কারণ ওমান জিতে গেলে বাংলাদেশের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া কথা।

আর সেই ম্যাচে স্বাগতিকদের ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্কটল্যান্ড। অর্থাৎ রানার্সআপ হয়ে দ্বিতীয় পর্বে উঠল বাংলাদেশ।

বিশ্বকাপ শুরুর আগে আইসিসি বলেছিল – প্রথম রাউন্ডে বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা নিজ নিজ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হোক বা রানার্সাআপই হোক, সুপার টুয়েলভে টাইগাররা ‘গ্রুপ টু’ এ এবং লঙ্কানরা ‘গ্রুপ ওয়ান’ এ খেলবে।

সে হিসেবে দ্বিতীয় রাউন্ডে বাংলাদেশের পাওয়ার কথা ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও নিউজিল্যান্ডকে।

কিন্তু বিশ্বকাপ শুরুর পর ভুল শুধরে নেয় আইসিসি। জানায় চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সাআপের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে কোন দল কোন গ্রুপে খেলবে।

সে হিসেবে রানার্সাআপ হওয়ায় সুপার টুয়েলভে বাংলাদেশ পাচ্ছে – ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

আর স্কটল্যান্ড পাচ্ছে – ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও

নিউজিল্যান্ডকে।

একনজরে সুপার টুয়েলভে বাংলাদেশের খেলার সময়সূচি –

২৪ তারিখে এ – গ্রুপের চ্যাম্পিয়নের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ, ভেন্যু শারজাহ। আগামীকালই নির্ধারিত হবে এ গ্রুপ থেকে কে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুপার টুয়েলভে উঠছে।

২৭ অক্টোবর টি-টোয়েন্টির র্যাংকিংয়ে এক নম্বর দল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে বাংলাদেশ, ভেন্যু আবুধাবি। ২৯ অক্টোবর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হবে টাইগাররা, ভেন্যু শারজাহ। পরের মাসে তথা ২ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নামবে মাহমুদউল্লাহর দল, ভেন্যু আবুধাবি। আর সুপার টুয়েলভের লড়াইয়ে বাংলাদেশের শেষ চ্যালেঞ্জ সেপ্টেম্বরে মিরপুরে নাস্তানাবুদ হওয়া অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ৪ নভেম্বর। ভেন্যু দুবাই।

অর্থাৎ সেমিফাইনালে উঠতে না পারলে আগামী ৪ নভেম্বরই শেষ হয়ে যাবে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ। আর নকআউটে নাম লেখালে আরও দীর্ঘায়িত হবে কোটি বাংলাদেশির স্বপ্ন।

সবগুলো ম্যাচই হবে বাংলাদেশ সময় বিকাল ৪টায়।

প্রোটিয়া তারকার সেঞ্চুরিতে লণ্ডভণ্ড পাকিস্তান

শাহীন আফ্রিদি, হাসান রউফ, হাসান আলিদের পাত্তাই দিলেন প্রোটিয়া তারকা রসি ভ্যান ডার ডুসেন।

পাক বোলারদের তুলোধোনা করে ৫১ বলে হাঁকালেন সেঞ্চুরি। তার এই টর্নেডো ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে পাকিস্তানকে বিপক্ষে ৬ উইকেটে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা।

বুধবার প্রস্তুতি ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পাক ব্যাটারদের

সবাই কম-বেশি রান করেছেন। ১৯ বলে ১৯ করেন ওপেনার মোহাম্মদ রিজওয়ান। রাবাদার বলে আউট হওয়ার আগে ১২ বলে ১৫ রান করেন অধিনায়ক বাবর আজম।

তবে দুর্দান্ত খেলেছেন ফখর জামান। ২৮ বলে ৫২ রানের সাইক্লোন ইনিংস খেলে রিটায়ার্ড হার্ড হয়ে ফেরেন। ২০ বলে ২৮ রান করে রাবাদার বলে সাজঘরে ফেরেন অভিজ্ঞ শোয়েব মালিক। হাফিজ করে ১৩ রান।

নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৬ রানের বড় সংগ্রহ পায় পাকিস্তান।

কিন্তু জবাবে ব্যাট করতে নেমে এতো বড় সংগ্রহকেও মামুলি বানিয়ে ফেলেন রসি ভ্যান ডার ডুসেন। যদিও শুরুটা ভালো হয়নি প্রোটিয়াদের। ডি কক ও রেজাকে মাত্র ৬ ও ৭ রানে ফেরান ইমাদ ওয়াসিম।

কিন্তু এর পর ওয়ানডাউনে নেমে তাণ্ডব চালান রসি। অধিনায়ক টেন্ডা বাভুমাকে সঙ্গে নিয়ে চার-ছক্কার মেলা বসান।

৪২ বলে ৪৬ রান করে সাজঘরে ফেরেন বাভুমা। কিন্তু ব্যাট চালিয়ে যেতে থাকে রসি। ৫১ বলে ১০ বাউন্ডারি ও ৪ ছক্কায় ১০১ রান করেন তিনি।

শেষ ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজন পড়ে ১৮ রানের। কিন্ত হাসান আলিকে পাড়ার বোলারের মতো পিটিয়ে ২২ রান নেন রসি।

২০ ওভারে স্কোরবোর্ডে ১৯০ রান জমা করে দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে ৬ উইকেটে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে প্রোটিয়ারা।

পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ

ওপেনার লিটন দাসের ব্যাট হাসছে না। বিশেষ করে টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটে রান নেই লিটনের। বিশ্বকাপের প্রথম পর্বে স্কটল্যান্ড আর

ওমানের বিপক্ষে দুটি ম্যাচে লিটনের ব্যাট কথা বলেনি।

এতটাই অফফর্ম যাচ্ছে তার যে, আগামীকাল প্রথম রাউন্ডে নিজেদের শেষ ম্যাচে পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে লিটনকে দলে রাখা উচিত কি না, সেটি নিয়ে কথা উঠে গেছে।

সর্বশেষ পাঁচ ইনিংসে লিটনের ইনিংসগুলো যথাক্রমে ১৫, ৬, ১০, ৫,
৬। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে ৪০টি ম্যাচ খেলেছেন লিটন। ৩৯ ইনিংসে তার রান এখন পর্যন্ত ৭২২ রান। গড় ১৯। সর্বোচ্চ ৬১।

তবে পাপুয়া নিউগিনির মতো খর্বশক্তির বিপক্ষে হয়ত লিটনের পুরনো কাসুন্দি ঘাটবেন না নির্বাচকরা। যদিও অলরাউন্ডার সৌম্য সরকারকে পছন্দ অনেকের।

তবে ওমানের বিপক্ষে উইনিং কম্বিনেশনটা ভাঙতে চান না অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ।

তাই গত ম্যাচের একাদশে কোনো পরিবর্তন না এনেই মাঠে নামার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের।

এদিন হয়ত ডাগআউটে বসে খেলা দেখতে হবে সৌম্য সরকার, শামীম পাটওয়ারী ও পেসার রুবেল হোসেনকে।

আগামীকাল বাংলাদেশ সময় বিকাল ৪টায় আবুধাবি শেখ আবু জায়েদ স্টেডিয়ামে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে।

একনজরে পিএনজির বিপক্ষে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ:

মোহাম্মদ নাঈম শেখ, লিটন দাস, সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ (অধিনায়ক), আফিফ হোসেন, নুরুল হাসান সোহান (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, মাহাদী হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ।

পাপুয়া নিউগিনি একাদশ

টনি উরা, লেগা সিয়াকা, আসাদ ভালা (অধিনায়ক), চার্লস আমিনি, সেসে বাউ, নরমান ভানুয়া, সিমন আতাইকিপলিন ডর্জিয়া, চাদ সোপের, কাবুয়া মোরেয়া, নোসাইনা পোকানা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

লাগছিল সবার।

শেষ দিকে বোলিংয়ে সাকিব-মোস্তাফিজ জ্বলে না উঠলে বিদায় ঘণ্টা বেজে যেত মাহমুদউল্লাহ বাহিনীর।

১৬তম ওভার শেষে জয়ের জন্য ওমানের সমীকরণ ছিল ২৪ বলে ৫০ রান। হাতে পাঁচটি উইকেট।

এ সময়ে দলের ত্রাতা হয়ে আসেন অলরাউন্ডার সাকিব। মাত্র ৩ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। পরের ওভারে মোস্তাফিজুর ৫ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট।

এতে খেলার চিত্রটাই পাল্টে মাহমুদউল্লাহর হাতে চলে আসে। শেষ ৬ বলে ওমানের প্রয়োজন পড়ে ৩৯ রানের। অথচ ৯ উইকেট হারিয়ে ফেলে ইতোমধ্যে।

ওভারের পঞ্চম বলে মোস্তাফিজকে নাদিম ছক্কা হাঁকালেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

২৬ রানে জয় নিয়ে বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভে ওঠায় টিকে রইল বাংলাদেশ।

এর আগে ব্যাট করতে নেমে ওমানের মতো দলের বিপক্ষে ২১ রানে ২ উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ে বাংলাদেশ দল। সেই অবস্থা থেকে দলকে খেলায় ফেরান ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম।

তৃতীয় উইকেটে সাকিব আল হাসানের সঙ্গে গড়েন ৮০ রানের জুটি। দলীয় ১০১ রানে রানআউট হয়ে ফেরেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব। তার আগে ২৯ বলে ৬টি চারের সাহায্যে করেন ৪২ রান।

ব্যাটিংয়ে প্রমোশন নিয়ে চারে খেলতে নেমে কাজের কাজ কিছুই করতে পারেননি নুরুল হাসান সোহান। চার বলে মাত্র ৩ রান করে ফেরেন তিনি।

এরপর একাই লড়াই চালিয়ে যান নাঈম শেখ। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে সৌম্যর কারণে একাদশে জায়গা হয়নি নাঈমের।

বাঁচা-মরার লড়াইয়ের ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরু থেকেই বেশ সাবধানি ব্যাটিং করেন নাঈম শেখ। তার দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ের কারণেই ১৫৩ রান তুলতে সমর্থ হয় বাংলাদেশ।

তবে শেষ চার ওভারে ৬ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। একের পর এক উইকেট

পতনের কারণে শেষ ২৪ বলে ৩৩ রানের বেশি করতে পারেনি টাইগাররা।

ওপেনিংয়ে ব্যাটিংয়ে নেমে ইনিংসের ১৬.৪ ওভারে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরেন মোহাম্মদ নাঈম শেখ। ৫০ বলে ৩টি চার ও ৪টি ছক্কায় করেন ৬৪ রান।

বাবর-ফখরের ব্যাটে উড়ে গেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দলকে শক্তিশালী করতে শেষ মুহূর্তে পাক স্কোয়াডে চার পরিবর্তন এনেছে পিসিবি। অভিজ্ঞ শোয়েব মালিক, সরফরাজ ও মোহাম্মদ হাফিজ দলে ভিড়েছেন।

কিন্তু একদিন আগেই নিজ দেশের দলের বিষয়ে দেশটির সাবেক ক্রিকেটার জালালুদ্দিন বলেন, বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জেতার কোনো সম্ভাবনা নেই।

আর তার নেতিবাচক মন্তব্যের যেন উচিত জবাব দিল বাবর আজমরা। প্রস্তুতি ম্যাচে টি-টোয়েন্টি অন্যতম সেরা দল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে দিল তারা।

৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে ক্যারিবীয়দের হারিয়েছে পাকিস্তান। দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমি গ্রাউন্ডে উইন্ডিজের দেওয়া ১৩১ রানের টার্গেট ১৫.৩ ওভারেই টপকে যায় বাবর আজমরা। এ জয়ের নায়ক অধিনায়ক বাবর আজম ও ফখর জামান।

৪১ বলে তার ৫০ রান ও পরে ফখর জামানের ২৪ বলে ৪৬ রানের টর্নেডো ইনিংসে ভর করে লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে পাকিস্তান।

এর আগে ওপেনার মোহাম্মদ রিজওয়ান ও বাবর আজমের জুটি ৩৬ রান যোগ করে। রিজওয়ান ১৩ রানে সাজঘরে ফিরলেও অর্ধশত তুলে নেন বাবর।

প্রস্তুতি ম্যাচের প্রস্তুতি মোটেই ভালো হয়নি অভিজ্ঞ হাফিজের। শূন্য রানে আউট হয়েছেন তিনি।

তবে ফখর জামান ২৪ বলে ৪৬ ও শোয়েব মালিক ১১ বলে ১৪ রান করে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন।

এর আগে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩০ রান সংগ্রহ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল।

শিমরন হেতমায়ার ২৪ বলে ২৮ রান করেন। এছাড়া অধিনায়ক পোলার্ড ১০ বলে ২৩ রানে অপরাজিত থাকেন। ক্রিস গেইলের ব্যাট থেকে আসে ২০ রান। পাকিস্তানের পক্ষে শাহীন আফ্রিদি, হাসান আলী ও হারিস রউফ দুটি করে উইকেট লাভ করেন।

জিততেই হবে বাংলাদেশকে

লড়াইটা যখন মাত্র তিন ম্যাচের, একটি হারও দলকে ঠেলে দিতে পারে খাদের কিনারায়। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ছয় রানের বিব্রতকর হার দিয়ে এবারের টি ২০ বিশ্বকাপ শুরু করা বাংলাদেশের প্রথম রাউন্ড পার করা নিয়ে শঙ্কার অবকাশ এখন যথেষ্টই। নিজেদের বাকি দুই ম্যাচ জেতার পাশাপাশি ‘বি’ গ্রুপের অন্য ম্যাচগুলোর দিকেও চোখ রাখতে হবে মাহমুদউল্লাহদের। শুরুর হতাশা পেছনে ফেলে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশনে আজ স্বাগতিক ওমানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ওমানের মাসকাটের আল আমেরাত স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে ম্যাচ। একই ভেন্যুতে বিকাল ৪টায় দেখা হবে স্কটল্যান্ড ও পাপুয়া নিউগিনির (পিএনজি)। গ্রুপের সেরা দুই দলের একটি হিসাবে সুপার টুয়েলভে যাওয়ার সমীকরণ মেলাতে এই ম্যাচটিও বাংলাদেশের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্বোধনী ম্যাচে বিশ্বকাপ মঞ্চে নবাগত পিএনজিকে ১০ উইকেটে হারিয়ে গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে ওমান। সমান পয়েন্ট নিয়ে নেট রানরেটে পিছিয়ে দুইয়ে স্কটল্যান্ড। বাংলাদেশ ও পিএনজি পয়েন্টের খাতা খুলতে পারেনি। নিজেদের ম্যাচে বাংলাদেশ হারলে এবং স্কটল্যান্ড জিতলে আজই বেজে যাবে বাংলাদেশের বিদায়ঘণ্টা। সেক্ষেত্রে এক ম্যাচ হাতে রেখে সুপার টুয়েলভ পর্বে চলে যাবে ওমান ও স্কটল্যান্ড।

অন্যদিকে স্কটিশদের বিপক্ষে যদি পিএনজি জেতে সেক্ষেত্রে ওমানের

কাছে হারলেও বাংলাদেশের গাণিতিক সম্ভাবনা বেঁচে থাকবে। তবে পিএনজির কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার আশা না করাই ভালো। শেষ ১২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচেই হেরেছে তারা। অন্যদিকে স্কটল্যান্ড আছে আগুনে ফর্মে। ক্রিস গ্রিভসের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে বাংলাদেশকে হারিয়েও শতভাগ তৃপ্ত নন স্কটিশ অধিনায়ক কাইল কোয়েটজার, ‘আমরা জানি, মূলপর্বে যেতে আমাদের খুবই ভালো খেলতে হবে। সামর্থ্যরে সেরাটা এখনো দেখাতে পারিনি আমরা। মোমেন্টাম ধরে রাখতে পরের ম্যাচে আরও নিখুঁত ক্রিকেট খেলতে চাই।’

পিএনজির বিপক্ষে আগের দুটি টি ২০ ম্যাচেই জিতেছে স্কটল্যান্ড। যার শেষটি এ মাসেই। প্রথম ম্যাচে ওমানের বিপক্ষে নিজেদের সীমিত সামর্থ্যরে ঝলক দেখিয়েছে পিএনজি। ফিফটি করেছেন অধিনায়ক আসাদ ভালা (৫৬)। দলের আরেক তারকা চার্লস আমিনিও (৩৭) রান পেয়েছেন। তারপরও ওমানের কাছে পাত্তা পায়নি পিএনজি। তাদের ১২৯ রান ৩৮ বল ও ১০ উইকেট হাতে রেখেই টপকে যায় ওমান। এমন প্রতিরোধহীন হারের পরও আশা হারাচ্ছেন না অধিনায়ক আসাদ ভালা, ‘স্কটল্যান্ড ও বাংলাদেশকে নিয়ে খুব বেশি না ভেবে নিজেদের পারফরম্যান্সে মনোযোগ দিতে চাই আমরা। প্রথম ম্যাচে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। এরচেয়ে ঢের ভালো খেলার সামর্থ্য আছে আমাদের।’

স্কটল্যান্ডের কাছে হারের পর বাংলাদেশ অধিনায়ক মাহমুদউল্লাহও শুনিয়েছেন আশার বাণী, ‘মূল পর্বে (সুপার টুয়েলভ) যাওয়া নিয়ে চিন্তা হচ্ছে না। প্রথম ম্যাচে আমরা নিজেদের সেরা ক্রিকেট খেলতে পারিনি। পারলে ফল আমাদের পক্ষেই আসত। অন্য কিছু না ভেবে আমাদের এখন সেরা ক্রিকেট খেলার কথাই চিন্তা করতে হবে। আমাদের সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি।’ সুযোগ শেষ না হলেও বাংলাদেশের নামের পাশে যোগ হয়েছে দুটি বিব্রতকর রেকর্ড। টি ২০ বিশ্বকাপে প্রথম দল হিসাবে ২০ হারের মাইলফলক ছুঁয়েছে বাংলাদেশ। এত হার নেই আর কোনো দলের। এছাড়া টি ২০ বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় পাঁচটি অঘটনের দুটির শিকার বাংলাদেশ। এবারের স্কটিশ ট্র্যাজেডির আগে ২০১৪ বিশ্বকাপে হংকংয়ের কাছে হেরেছিল বাংলাদেশ। আর কোনো দলের দুবার পচা শামুকে পা কাটেনি। ২০১৬ বিশ্বকাপে ওমানকে উড়িয়ে দেওয়ার সুখস্মৃতিও তাই এবার শঙ্কার মেঘ কাটাতে পারছে না। পাঁচ বছর আগের ওমানের চেয়ে এই ওমান ঢের শক্তিশালী। তারা খেলছে নিজেদের আঙিনায়।

[redacted]

[redacted]

বোলিংয়ের ক্ষেত্রে আবার একমত সবাই। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের বক্তব্য, সাকিব তার ওভারে ঠিকই উইকেট আনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতার উইকেটকিপার সে সুযোগ হাতছাড়া করেছেন। আর ওই ঘটনাই গোটা ম্যাচের চেহার বদলে দেয়। রানের চাপায় পিষ্ঠ হয় কলকাতা।

ফাইনালে বল হাতে সাকিব ভালো শুরু করেছিলেন। পরে আর ভালোটা ধরে রাখাতে পারেননি। তিন ওভারে ৩৩ রান দেন।

এর কারণ হিসেবে কলকাতার উইকেটকিপার দীনেশ কার্তিককে দুষছেন ভারতীয়রা।

তারা বলছেন, নিজের দ্বিতীয় ওভারেই চেন্নাইয়ের প্রোটিয়া তারকা ফাফ ডুপ্লেসিকে আউট করার সুযোগ পেয়েছিল কেকেআর। সাকিবের করা লেগের বাইরে ফুল লেন্থের বল ড্রাইভ করতে গিয়ে মিস করেন ডুপ্লেসি। ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে যান। বল চলে যায় কিপারের কাছে। আর ডুপ্লেসিকে স্টাম্পিং করার মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করেন দীনেশ কার্তিক। কার্তিক আসলে বলটা ধরতেই পারেননি। সেই সময় ডুপ্লেসির স্কোর ছিল চার বলে ২ রান। আর ২ রানে জীবন পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করেন এই দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা। নাইট বোলারদের নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলা করে ৫৯ বলে ৮৬ রান করেন। সাতটি চার এবং তিনটি ছক্কা হাঁকান। স্ট্রাইক রেট ছিল ১৪৫-এর বেশি।

তার এই অনবদ্য ইনিংসে ভর করে ১৯৩ রানের বড় লক্ষ্য ছুড়ে চেন্নাই। যে লক্ষ্য আর পার করতে পারেনি কলকাতা।

শুধু ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরাই নন, বিশ্লেষকরাও সেই কথাই বলছেন। তারা বলছেন, ফাফ ডুপ্লেসিকে স্টাম্পিং করতে না পারাটাই ছিল ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। সাকিবের বলে প্রোটিয়া তারকাকে ব্যক্তিগত ২ রানে আউট করতে পারলে হয়ত এবারের আইপিএলের মহাকাব্য কলকাতার পক্ষে লেখা হতে পারত।

তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

ফ্রান্সের তারকা ফুটবলারের ৬ মাসের কারাদণ্ড

আদালতের আদেশ অমান্য করায় বায়ার্ন মিউনিখ ও ফ্রান্সের ডিফেন্ডার লুকাস এরনঁদেজকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আগামী মঙ্গলবার এ তারকা ফুটবলারকে আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরের ১০ দিনের মধ্যে স্বেচ্ছায় নিজের পছন্দের কারাগারে যেতে বলা হয়েছে তাকে।

মূলত স্ত্রীর বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনায় এই শাস্তি পেতে যাচ্ছেন এরনঁদেজ।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে আথলেটিকো মাদ্রিদে থাকাকালীন বান্ধবী আমেলিয়া ইয়োরেন্তের সঙ্গে বিবাদে জড়ান এরনঁদেজ, যা পরে হাতাহাতিতে রূপ নেয়। সে সময় এরনঁদেজের আঘাতে আমেলিয়া আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হন।

বান্ধবীকে লাঞ্ছিত করার জন্য এরনঁদেজকে ৩১ দিনের জনসেবামূলক কাজের সাজা দেওয়া হয় এবং আমেলিয়ার ৫০০ মিটারের মধ্যে না থাকতে এরনদেঁজকে আদেশও দিয়েছিলেন আদালত।

কিন্তু আদালতের আদেশ অমান্য করে আমেলিয়াকেই সে সময় বিয়ে করেন এরনঁদেজ। বিয়ের পর ওই বছরই আইনের বেড়াজালে ফেঁসে যান এরনঁদেজ।

আদেশ অমান্য করায় এরনঁদেজকে তখন গ্রেফতার করা হয়। ২০১৯ সালে তাকে ছয় মাসের স্থগিত কারাদণ্ড দেয় আদালত। ফরাসি এই ডিফেন্ডার তখন আপিল করলেও হেরে যান।

২০১৯ সালে বায়ার্নে যোগ দেন এরনঁদেজ। ফ্রান্সের হয়ে ২৯ ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ২০১৮ সালে ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন তিনি। গত রোববার উয়েফা নেশন্স লিগে ফ্রান্সের জয়ী দলের একাদশেও খেলেছেন এই তারকা।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

সাকিবকে ‘দ্য ফিনিশার’ বলে প্রশংসা করল কলকাতা

শেষ ওভারে কলকাতা নাইট রাইডার্সের দরকার ছিল ৭ রান। দায়িত্বটা এসে পড়ে সাকিব আল হাসানের কাঁধে। বোলার প্রান্তের ক্রিজে নাইট অধিপতি ইয়ন মরগান।

আর ডেনিয়েল ক্রিশ্চিয়ানের প্রথম বলেই দারুণ এক শটে চার হাঁকালেন সাকিব। কলকাতার জন্যও কাজটা সহজ করে দেন।

বাকি তিনটি রানের দুটি নেন সাকিব। স্ট্রাইক রোটেট করতে কেবল একরান নিয়েছেন মরগান।

৪র্থ বলে সিঙ্গেল নিয়ে ম্যাচ জেতান বাংলাদেশি অলরাউন্ডার। অর্থাৎ সাকিবের ব্যাট ছুঁয়ে এলো কলকাতার জয়।

বিরাট কোহলির রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আরও একবার পুড়ল আক্ষেপে। কলকাতার কাছে ৪ উইকেটে হেরে বিদায় নিয়ে শেষ হলো কোহলির আইপিএল অধিনায়কত্বের অধ্যায়। কলকাতা চলে গেল আইপিএলের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে। সেখানে অপেক্ষায় দিল্লি ক্যাপিটালস।

বেশি বল খেলার সুযোগ পাননি সাকিব। ৬ বলে খেলে অপরাজিত ৯ রান করেছেন। কিন্তু সাকিবের এই ৯ রানের ছোট্ট ইনিংসই মহামূল্যবান বাংলাদেশি ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে।

কলকাতার জয় ছাপিয়েও আলোচনা সে কথা। আর বিষয়টি বেশ ভালোই জানা কলকাতা নাইট রাইডার্সের ফেসবুক পেজ এডমিনের।

সাকিবকে মি. ফিনিশার বলে প্রশংসা করেছে তারা।

ম্যাচ জয়ের পরই সাকিবের থাম্বসআপে হাস্যজ্জ্বল ছবি ও তার ব্যাট-বল, প্যাড এবং হেলমেটের ছবি আপলোড করেছে কেকেআরের ফেসবুক পেজ।

ক্যাপশনে লিখেছে, আমাদের ফিনিশার ও তার অস্ত্রগুলো।

পোস্টটি বেশ মনে ধরেছে সাকিব ফ্যানদের। পোস্টের পর এক ঘণ্টা

পার হতে না হতেই প্রায় এক লাখ রিয়েক্ট জমা পড়েছে। যার বেশি অংশটাই লাভ রিয়েক্ট।

ছবি দুটির তলায় মন্তব্য জমা পড়েছে প্রায় ৮ হাজার। প্রায় সব মন্তব্যই সাকিবের ভূয়সী প্রশংসায় করা।

অনেকেই একমত যে, মি. অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী ব্যাটিংয়ে শেষ ওভারে ম্যাচ জিতেছে কলকাতা।

পাকিস্তানকে ৬ ওভারেই ম্যাচ জেতানোর উপায় বলে দিলেন আফ্রিদি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে পরিবর্তন আনার শেষ দিন ছিল শনিবার। তার আগেই স্কোয়াডে বড় পরিবর্তন আনল পাকিস্তান। দলে ফেরানো হয়েছে পাকিস্তানকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি এনে দেওয়া সাবেক অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদকে।

ট্রাভেল রিজার্ভ থেকে মূল স্কোয়াডে ফিরেছেন উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান ফখর জামান। আর শোয়াইব মাকসুদের ইনজুরিতে শেষ মুহূর্তে দলে ঢুকে পড়েছেন দলটির সাবেক অধিনায়ক শোয়েব মালিক।

সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ নিয়ে পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত পাকিস্তান দল। এদিকে বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে নিয়ে আশাবাদী দেশটির সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি। ৬ ওভারেই কী করে ম্যাচ জেতা যায়, সেই ফর্মুলা বাতলে দিলেন তিনি।

প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতা এই অলরাউন্ডার বিশ্বাস করেন, এবারের বিশ্বকাপে পাকিস্তানের সেরা উদ্বোধনী জুটি হবে শারজিল খান ও ফখর জামান।

আফ্রিদির দাবি, ফখর-শারজিল জুটি যদি নিজের সেরাটা দিতে পারে, তবে প্রতিপক্ষের ছোড়া লক্ষ্য ৬ ওভারেই পূরণ করে ম্যাচ জিতে যাবে

পাকিস্তান।

শুক্রবার নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এমন দাবি করেছেন আফ্রিদি।

ইউটিউবের লাইভ সেশনে বুমবুম বলেন, ‘প্রত্যেকেরই নিজস্ব মতামত আছে। তবে আমি মনে করি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে পাকিস্তানের ওপেনার হওয়া উচিত ফখর জামান ও শারজিল খানের। এ দুজনের একজনও যদি ক্লিক করতে পারে, তা হলে ছয় ওভারের মধ্যেই ম্যাচ জিততে পারবে।’

এ কারণেই ফখর জামানের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে মোটেই খুশি নন আফ্রিদি। বললেন, ‘আমি জানি না কে তাকে পাঁচ বা ছয় নম্বরে কেন খেলতে বলা হয়েছে। সে তো পুরো ক্যারিয়ারজুড়ে ওপেনার হিসেবে খেলেছে। আমাদের দলে তার মতো একজন ওপেনার প্রয়োজন আছে। সে প্রথম ছয় ওভারে যত বেশি সম্ভব রান করতে পারে। আমি ফখর জামানের ব্যাটিং পজিশন নিয়েও মোটেই খুশি নই। ’